FEB 25 1999

শিশু একাডেমির শিশু বিশ্বকোষঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

আখতার হুসেন

শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনো আলোচনা বা সমালোচনা জাতীয় কিছু লিখব না। শিশু একাডেমি প্রকাশিত মোট পাঁচ খণ্ডের 'শিশু বিশ্বকোষ'-এর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পৃক্তি এবং কিছু আলোকিত, একাগ্র মানুষের সঙ্গে আমার মতো অধম একজনের কাজের বন্ধন-সূত্রের নানা অভিজ্ঞতার কথাই শুধু লিখে মনটাকে একটুখানি হালকা করব। বলব, সেই সময়ের কথা, তখনকার রাজনৈতিক-সামাজিক ডামাডোলের কথা, যখন শুরু হয়েছিল এর কাজ।

'শিশু বিশ্বকোষ'-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৯৩ সালের মে মাস থেকে। বিএনপি সরকার তখন ক্ষমতাসীন। আওয়ামী লীগ দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল। দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাদর্শের রাজনৈতিক দল বা শক্তি সরকারে, সংসদে এবং মাঠে। মৌলবাদী শক্তির দাপট প্রায় একচ্ছত্র। এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে ছিল তিক্ত, অনভিপ্রেত এক স্মৃতি। সত্তরের দশকের শেষ পাদে সংস্থাটির তরফ থেকে নেয়া হয়েছিল ১০খণ্ডে একটা শিশু বিশ্বকোষ প্রকাশের উদ্যোগ। ১৯৮৩ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বাকি খণ্ডগুলো আর প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। আগেই বলেছি, অনভিপ্রেত একটা ঘটনার শিকার হয়ে তার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তাই ১৯৯৩ সালে যখন বর্তমান 'শিশু বিশ্বকোষ'-এর কাজ শুরু করা হয়, তখনও ১৯৮৩ সালের সেই অনভিপ্রেত ঘটনার কথা সবারই মনে ছিল। মনে ছিল নানা শঙ্কা। তবুও প্রাণপণে কাজে নেমে পড়েছিলেন সবাই– চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলেন তাঁরা বর্তমান বিশ্বকোষ-এর বাস্তব রূপায়ণের কাজটিকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে না দেয়ার ব্যাপারে। স্বতঃস্ফূর্ত অথচ খুবই সতর্ক পদক্ষেপ ছিল এর উদ্যোক্তা, শিশু একাডেমি কর্তৃপক্ষ, সম্পাদনা পরিষদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুক্তি লেখকদেরও।

সত্যি বলতে কি, আমি শিশু বিশ্বকোষ-এর কাজের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলাম এর কাজ শুরু হওয়ার মাস দুই পরে। তাও দায়ে পড়ে। বাড়তি কিছু আয়ের আশায়। সেই সুযোগ পেয়েছিলাম মূলত বন্ধুবর সুজন বড়ুয়ার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে, অগ্রজ হায়াৎ মামুদ আর বিপ্রদাস বড়ুয়ার প্রচ্ছন্ন অথচ আন্তরিক সমর্থনের কল্যাণে। অথচ আমার নিজের কাছে নিজেরই কতো না সঙ্কোচ আর বিহ্বলতা। ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই অথচ কাজ করতে হবে, যতই ছোটদের বিশ্বকোষ রচনার কাজ হোক না কেন, প্রথিতযশা সব পণ্ডিতজনদের সঙ্গে!

কিন্তু কাজে নেমে যাওয়ার পর মন থেকে ক্রমশ মুছে যেতে থাকে দ্বিধা আর সঙ্কোচের সব বালাই। মূলত আমাকে কাজ করতে হয়েছে ডা. আহমদ রফিক এবং অধ্যাপক মনসুর মুসার সঙ্গে। খুব সহজ ছিল না তাঁদের সঙ্গে কাজ করা এবং কার্যক্রমগত সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপন করা। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে, কাজের নেশাটাই প্রবল হয়ে ওঠে, কোথায় চলে যায় সঙ্কোচের সব বিহ্বলতা! কবুল করতে দ্বিধা নেই, কাজ শুরু করার সময় এ-রকমের একটা আত্মগর্ব আমাকে পেয়ে বসেছিল যে, বিশ্বকোষ-এ ভুক্তি লিখে ছোটদের জ্ঞান দিতে যাচ্ছি, কিন্তু লিখতে গিয়ে, সহায়ক বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে আমার নিজেরই যে বোধ-বুদ্ধির দরোজাগুলো একের পর এক খুলে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই আমি শিখছি, সেটা খেয়ালই ছিল না। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেসব ভুক্তি আমি এতে লিখতে চেয়েছি সম্পাদনা পরিষদের সম্মাননীয় দু'জন যে তাতে সায় দিয়ে সেগুলোকে এই কোষগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার জন্য যেমন, তেমনি তার বাইরেও আমার মাথার ওপর ছাতার মতো ঘিরে থাকা তাঁরা (অর্থাৎ ডা. আহমদ রফিক এবং অধ্যাপক মনসুর মুসা) যেসব ভুক্তি লিখিয়ে নিয়েছেন এবং সেসব লিখতে গিয়ে আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, মন খুলে সে কথা স্বীকার করে বলতেই হবে, তাঁরা আমার আজীবনের উপকার করেছেন। আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

পাশাপাশি, শিশু একাডেমির সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা হয়েও অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক, বিশ্বকোষের প্রকল্প পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, প্রকল্প সহযোগী বিপ্রদাশ বড়ুয়া, ব্যবস্থাপনা সহযোগী সুজন বড়ুয়া, সর্বোপরি এবং অনিবার্যভাবে ড. হায়াৎ মামুদের কথা না বললেই নয়, কেননা বিশ্বকোষের কাজ চলাকালে তাদের প্রত্যেকের সর্বক্ষণের চিন্তা ছিল, একে প্রায় পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে কারো পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি যেন না হয়। ফলে কোনো বিশ্বকোষে নেই, এমন ভুক্তিও নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে। তাই 'শিশু বিশ্বকোষ'-এ এমন অনেক ভুক্তি পাওয়া যাবে যেগুলো একেবারেই আনকোরা এবং সেখানেই এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যটি নিহিত। অবশ্য সময়াভাবে, হাজার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, এমন কিছু ভুক্তি এতে সঙ্কলিত করা যায়নি, যেগুলো থাকলে এটি আরো পূর্ণাঙ্গতার দিকে যেতে পারত। সে ক্ষোভ, এর সঙ্গে আমরা যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম, তাদের প্রত্যেকেরই মর্মে গাঁথা আছে। পরবর্তী সংস্করণে সে অভাব পূরণ করার ব্যাপারে কারোরই অনীহা নেই। বরং সে ইচ্ছেটি প্রকট ও প্রবল– সবার মধ্যেই।

এবার আরেকটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাই। না গেলে আমার অবতারিত প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিশ্বকোষের কাজ যখন শুরু করা হয়, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্নতর। তার সামান্য বর্ণনা এর মুখবন্ধে দেয়া হয়েছে। এই 'ভিন্নতর' রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্বকোষের কাজের প্রধান বাধা হয়ে না দাঁড়ালেও একটা পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন চাপস্বরূপ ছিল। খুলেই বলি, অন্য কোনো এন্ট্রি বা ভুক্তি রচনা নিয়ে আমাদের তেমন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি, হতে হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। তার মধ্যে প্রধানতম ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের ভুক্তি দুটি।

স্মর্তব্য, বিশ্বকোষের রচনা কাজ যখন পুরোদমে চলছে, ক্ষমতায় তখন বিএনপি সরকার। ফলে ওই দু'জনের ভুক্তির রচয়িতা যিনি, তিনি তার কাজ শেষ করলেও ক্ষমতাসীন সরকারি পর্যায়ের কাজ শেষ হয় না। জিয়াউর রহমানকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত করার একটা প্রচেষ্টা চলে। ফলে ভুক্তি দুটি তৎকালীন সরকারের 'শিক্ষিত' বহুজনের হাত থেকে হাতে ঘোরে। সম্পাদক পরিষদ এবং শিশু একাডেমিকেও এ ব্যাপারে প্রায় অসহায়ের ভূমিকাই পালন করতে হয়েছে এই পর্যায়ে।

বিশ্বকোষ রচনা ও সম্পাদনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো, এর সঙ্গে যারা জড়িত থাকবেন, তিনি সম্পাদক হোন, আর ভুক্তি লেখকই হোন, তাঁরা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবেন, সত্যের ও তথ্যের বিচারে একশ' ভাগ সৎ থাকবেন। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে থেকে প্রতিটি ভুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ করে অন্তর্ভুক্ত করবেন বিশ্বকোষে। আগাগোড়া সে লক্ষ্য থেকেই অগ্রসর হচ্ছিল এর কাজ। অবশ্য চাপ বা বাধা, যা কিছুই এসেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে কাটিয়ে উঠে পাঁচটি খণ্ডে শিশু বিশ্বকোষ যে আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে, সে কৃতিত্ব যেমন শিশু একাডেমি কর্তৃপক্ষের, তেমনি সম্পাদনা পরিষদ থেকে শুরু করে এর সঙ্গে জড়িত প্রতিটি কর্মী ও সমন্বয়কের। সরকারি পর্যায়ে শিশু বিশ্বকোষ-এর প্রকাশনাগত ব্যাপারে যে উদারতা দেখানো হয়েছে, সেটা প্রশ্নাতীত কিছু নয়। অথচ এ ধরনের কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে যে কাজটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুসম্পাদিত হয়, বিশ্বের প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চাই সুষ্ঠু সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ও তার বিকাশের প্রধানতম পূর্বশর্ত। অথচ একথাটা আমরা বেমালুম ভুলে যাই।

পরিশেষে একটি দুঃখজনক প্রসঙ্গের অবতারণা না করলেই নয়। বিশ্বকোষের ভুক্তি লেখক যে-কোনো বিষয়েই ভুক্তি রচনা করতে পারেন। তিনি যেমন লিখতে পারেন রাজনৈতিক দল হিসেবে 'বিএনপি' সম্পর্কে ভুক্তি, তেমনি 'বঙ্গবন্ধু' কি 'জিয়াউর রহমান' সম্পর্কেও। লিখতে পারেন 'মুসলিম লীগ' সম্পর্কেও। এ ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য, ভুক্তি লেখক উল্লিখিত ভুক্তি রচনায় তথ্যের কোনো রকম বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন কি না? কিন্তু 'শিশু বিশ্বকোষ' বেরুবার পর এর একজন ভুক্তি লেখককে আভাসে-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, 'বঙ্গবন্ধু'র জীবনী যিনি লিখতে পারেন, তিনি কী করে 'জিয়াউর রহমান' সম্পর্কে কিংবা 'মুসলিম লীগ' সম্পর্কে লিখতে পারেন? এবং বিশ্বেস করুন, এজন্য তাকে কম কটাক্ষ এরি মধ্যে শুনতে হয়নি। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক। ব্যাপারটা আবার উপেক্ষা করারও বিষয় এ কারণেই যে, 'এনসাইক্লোপিডিয়াস্টের' ভূমিকা সম্পর্কে যিনি সুওয়াকিবহাল নন, তার বিরূপ মন্তব্যে দুঃখ পাওয়া দুর্বল মনেরই পরিচায়ক।

পাঁচ-পাঁচটি বছর ধরে এর কাজ চলেছে। রীতিমত অভিযান-সুলভ ছিল এর কাজের ধরন। ঠিক এই মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে স্বল্পকাল আগে প্রয়াত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আল-মুতীর নির্মল বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, ডা. আহমদ রফিক ও অধ্যাপক মনসুর মুসার মুখ, শিশু একাডেমির পরিচালক গোলাম কিবরিয়া ও প্রকল্প সহযোগী, বিপ্রদাশ বড়ুয়ার মুখ। শিশু বিশ্বকোষের ভুক্তি রচনার কাজ দ্রুত শেষ করা এবং যতো শিগগির সম্ভব পাঠকদের হাতে একে তুলে দেয়ার ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

কিন্তু আরো দুটি অক্লান্ত মানুষের কথা যে না বললেই নয়– সে ড. হায়াৎ মামুদ এবং শিশু সাহিত্যিক সুজন বড়ুয়া। ভুক্তি রচনা শেষে (ভুক্তি রচয়িতার সংখ্যা ৬০ জনেরও বেশি) ভাষাগত শৈলী ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে ভুক্তিগুলোয় পরিবেশিত তথ্যাদি বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত কপি তৈরি করে প্রেসে দেয়ার আগ পর্যন্ত এই দু'জন যে পরিশ্রম করেছেন, তার দৃষ্টান্ত এক অর্থে আমাদের দেশে বিরল। অন্তত এক থেকে দেড় বছর ড. হায়াৎ মামুদ ও সুজন বড়ুয়ার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন বলতে কিছু ছিল না। নেশাগ্রস্তের মতো তাঁরা দু'জন কাজ করে গেছেন।

এত পরিশ্রমের পরও এতে ভুলত্রুটি যে পাওয়া যাবে না, এমন নয়। কিন্তু তার মাত্রা তেমন বেশি নয়। এবং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, যে কোনো বিশ্বকোষই একবারে ত্রুটিমুক্ত হয় না। সম্পূর্ণও হয় না।

অবশ্য বলতেই হবে, প্রথমে তিন খণ্ড, পরে পাঁচ খণ্ডে গিয়ে দাঁড়ানো এই বিশ্বকোষ-এর ভুক্তি লিখতে গিয়ে আমাদের মধ্যে এই প্রতীতীও দৃঢ় হয়েছে যে, অনুকূল সুযোগ পেলে এ জাতীয় আরো বড় কাজ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব।

যাইহোক, যে আমি দুটো বাড়তি পয়সার জন্য শিশু একাডেমির 'শিশু বিশ্বকোষ'-এর ভুক্তি রচনার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেটা নেশার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আমার স্থির বিশ্বাস, ভুক্তি রচনাকার অন্য আর সবারও দশা হয়েছিল আমারই মতো। সবারই অভিন্ন মনোভাব ছিলঃ বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে পালন করছি একটা জাতীয় দায়িত্ব। কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপারটি বাস্তবতই ছিল গৌণ। তবে এ কাজের আমি বা আমরা যে অংশীদার, তার জন্য গর্ব করার ব্যাপারটাকে কোনোমতেই ছেড়ে [illegible] না।

বহুল প্রচারিত হোক শিশু একাডেমির 'শিশু বিশ্বকোষ'। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর ধরে এর সংস্করণের পর সংস্করণ হোক। সেই সাথে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে শুরু করুক।